দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ ঃ

ঃ যুগজীবন ও ব্যঙ্গ-সাহিত্যের উদ্ভব ঃ

যুগজীবনের সাথে সাহিত্যের ~~সম~~ সম্পর্ক গভীর। ব্যঙ্গ-সাহিত্যে-ব্যাপারে যুগজীবনের সঙ্গে সংযোগ আরও গভীরতর। সৃষ্টিমূলক সাহিত্যের প্রধানকাজ রসসৃজন করা। ব্যঙ্গ-সাহিত্যের কাজ প্রধানতঃ সমালোচনা ও সংস্কার, কিন্তু রসসৃজনের দিকটিকেও উপেক্ষা করা চলবে না। কিন্তু ব্যঙ্গ-সাহিত্যের মুখ্য প্রেরণাই যুগ থেকে। যুগ-সমস্যার ঘনীভূত কোন উত্তাপ-যুগজীবনের কোন অনিশ্চয়তা বা অরাজকতা, যুগ-মানসের কোন অসঙ্গতি বা অসামঞ্জস্য থেকেই তার উদ্ভব। যুগ-প্রয়োজনেই তার সৃষ্টি বলে তার গাঁট-ছড়া বাঁধা সমাজ ও ইতিহাসের সঙ্গে।[১] সকলের আগে সমালোচনাই তার কাজ ; রসনিষ্পত্তি কথাটি সেখানে অনেক পরিমাণে গৌণ।[২] সমালোচনাকে উর্দ্ধাগ্র রেখে কেউ যদি শিল্পরচনার সকল প্রয়াসে উত্তীর্ণ হন, তাহলে ত সোনায় সোহাগা। সেখানে ব্যঙ্গ-সাহিত্য স্পর্শ করে দুর্লভকে। সাধারণভাবে ব্যঙ্গ-সাহিত্যের সৃষ্টি যেহেতু সংস্কার করতে, তাই তা অনেক পরিমাণে স্বল্পপ্রাণ মৌসুমী ফুলের মত, মাত্র একটা যুগের বাগান আলো করে ফুটে ওঠে। নতুনকালের আঙিনায় খুব কদাচিৎ এদের উপস্থিত ~~থ~~ থাকতে দেখা যায়। সাহিত্যের বাজারে এদের ঠাঁই চিরস্থায়ী পদাধিকারে নয়, যদিও কিন্তু অসাধারণ লেখনীকে আশ্রয় করে তার ব্যতিক্রমও মাঝে মাঝে ঘটতে দেখা যায়।

১। Didactic and Satire , the dreariest and most ephemeral kinds of poetry , have been the off-spring of the marriage of history and literature." -- Herbert Grierson, The Background of Eng Lit, P-6.

২। 'ব্যঙ্গ-রচনা Moral- আকুলতা, ব্যঙ্গ সাহিত্যিক Moralist ; creative-লেখকের সহিত এইখানে তাহার প্রভেদ। নিছক সৃষ্টির আনন্দ চালিত করে creative লেখককে, আর কর্তব্যবুদ্ধি চালিত করে ব্যঙ্গ-লেখককে।

— প্রমথনাথ বিশী ঃ বঙ্কুলের ব্যঙ্গকবিতার ভূমিকা।

বলেছি যে যুগজীবনের সাথে ব্যঙ্গ-সাহিত্যের সম্পর্ক গভীর। বলা যায়, যুগজীবন থেকেই ব্যঙ্গের উৎপত্তি। প্রতিযুগেই কিছু না কিছু গ্লানি ভ্রম-প্রমাদ অসঙ্গতি বা আতিশয্য থাকে, মানবস্বভাবে ত থাকেই, মানুষের সমাজ-পরিবার, রাজনীতি-অর্থনীতিকে কেন্দ্র করেও নানা গলদ জমে। সমাজক্ষেত্রে যখন গলদ উপস্থিত হয়, তখন সামাজিক আদর্শ সম্পর্কে সুস্থির প্রত্যয়ে বিশ্বাসী আদর্শনিষ্ঠ ব্যঙ্গ লেখক তাকে আঘাত করেন। তেমনি, রাজনীতি ক্ষেত্রে যখন অপশাসন অপদার্থতা অরাজকতা ইত্যাদি জমা হয়, তখন ব্যঙ্গকারের শাণিত লেখনি সেখানেও রুদ্রমূর্ত্তি ধরে ওঠে। আবার, ধর্মজীবন যখন ব্যভিচার-অনাচার পুঞ্জীভূত হয় — ধর্মের মুখোসের আড়ালের সত্যিকার রূপটি তখন ব্যঙ্গ-লেখকের আক্রমণের বিষয়বস্তু হয়। আসলে যুগজীবনের ভিতর থেকেই তার উৎপত্তি। তাই যুগে-যুগে, যুগজীবনের পরিবেশেই বিশেষ-বিশেষ জাতীয় ব্যঙ্গের সৃষ্টি হয়েছে।

প্রাচীনযুগ ও পাশ্চাত্য সাহিত্যে ব্যঙ্গ

একটু বিশ্লেষণেই ব্যাপারটার চেহারা সুস্পষ্ট হবে। প্রাচীনযুগে মানুষের জীবনে ধর্ম ও সামাজিকতাই প্রবল ছিল। ধর্মের রীতি-নীতি ও অনুশাসনগুলি অনেক পরিমাণে মানুষের জীবনকে পরিচালনা করত। রাষ্ট্রাদর্শ তেমন কিছু ছিল না। রাজা ছিলেন বটে,— এবং তিনি যথেষ্ট শক্তিমানও ছিলেন, কিন্তু ধর্মপ্রভাব অনেক [illegible] পরিমাণে তাঁকেও নিয়ন্ত্রিত করেছে। এই ধর্মের [illegible] সুকঠিন নিয়মের আশ্রয়ে থেকেই মানুষের জীবন পরিচালিত হত। ধর্ম ও ধার্মিকতাই যেহেতু ছিল প্রধান সুর, তাই ধর্মজীবনের গ্লানি-গলদ ও অনাচার-ব্যভিচার হল কঠিন সমালোচনার পাত্র। তাই দেখতে পাওয়া যায় প্রাচীনযুগে প্রধানত ধর্মীয় ব্যঙ্গেরই সৃষ্টি। অবশ্য ধর্মীয় ব্যঙ্গ ছাড়াও পরস্পরের প্রতি আক্রমণ ও ব্যক্তিগত-সমালোচনামূলক ব্যঙ্গধর্মিতাও ছিল। তবে এযুগে ব্যঙ্গের সাহিত্য লক্ষ্য সুস্পষ্ট নয় আদৌ।

মধ্যযুগে এই ধর্মীয় ব্যঙ্গের বিস্তার ঘটল বিপুলভাবে। এযুগে য়ুরোপের ইতিহাসে দেখা যাবে তার পূর্বার্দ্ধে (খ্রীঃ ৪৭৬–খ্রীঃ ৮০০) সমগ্র খ্রীস্টান জগতে

পোপের অপ্রতিহত প্রাধান্য ; এবং দ্বিতীয়ার্ধে (খ্রীঃ ৮০০–খ্রীঃ ১৪৫৩) খ্রীস্টানজগতে প্রাধান্য নিয়ে রাজশক্তি ও পোপের মধ্যে দ্বন্দ্ব। এ-যুগ তাই দ্বিধা, অনিশ্চিতি ও অন্ধকারের যুগ। মানুষের ধর্মবিশ্বাস আলোড়িত, আহত এবং বিপর্যস্ত। মঠের নিশ্চিত দিনগুলি রাহুগ্রস্ত। ধর্মের পবিত্র আদর্শ কলংকিত। তদানীন্তন মঠাধ্যক্ষের আচরণে, ধর্মব্যবসায়ীদের প্রতারণায়, অর্থলুব্ধতায় এই যুগের নৈতিক পরিবেশ কলুষিত। তাই এ-যুগে, প্রাচীন ধর্মীয় ব্যঙ্গের সাহিত্য-শাখা অপেক্ষাকৃত সুস্পষ্ট হয়ে উঠল। পশ্চিম য়ুরোপ— বিশেষতঃ ফ্রান্স-জার্মাণী প্রভৃতি দেশে আনুমানিক ১১৭৫ খ্রীস্টাব্দ থেকে ১২০৫ খ্রীস্টাব্দের মধ্যে বিভিন্ন সময় ভিন্ন ভিন্ন রচনাকারীর হাতে Roman de Renart- জাতীয় গল্পগুলির সৃষ্টি। তৎকালীন গীর্জার প্রতিনিধি Reynard Fox, সম্ভ্রান্ত ব্যক্তিদের প্রতিনিধি Ysengrim-Wolf প্রভৃতি চরিত্র-রূপকে এই ব্যঙ্গ-আক্রমণ পরিকল্পিত। এই ধর্মীয় ব্যঙ্গের প্রকাশ ইংরাজি সাহিত্যের William Langland - এর Piers Plowman রচনায়। গীর্জার যান্ত্রিক জীবনের বিরুদ্ধে আক্রমণের প্রেরণা চতুর্দশ শতাব্দীর ইংরাজ কবি Chaucer কে পর্যন্ত লেখনীচালনায় প্রবৃত্ত করিয়েছিল।

মধ্যযুগ : প্রভাব ও প্রেরণা

ধর্মীয় জীবনের প্রতি কশাঘাতের সাথে-সাথে তার পাশাপাশিই সামাজিক ব্যঙ্গ-রচনার ধারাস্রোত প্রবাহিত ছিল। প্রাচীন এথেন্সের গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠার যুগে নবপ্রতিষ্ঠিত সমাজ ও ব্যক্তিস্বাধীনতার উন্মাদনার যুগে ব্যক্তির অবিবেকী স্বার্থমত্ততা, রাজনৈতিক জীবনের দলাদলি ও সংকীর্ণ মতা[illegible] ইত্যাদির প্রতি আক্রমণ প্রযুক্ত হল। এইযুগে দেখা দিলেন Aristophanes, Cratinus, Phericrates প্রমুখ ব্যঙ্গকারেরা। আবার পরবর্তীযুগের Comedy রচয়িতা Menander প্রভৃতির রচনাকালে এথেন্সের রাজনৈতিক সংঘাত-অন্তের সুর অনেক পরিমাণে নীরব হয়ে আসে[৩] — সাধারণ এথেন্সীয়দের আচার আচরণই এদের মুখ্য লক্ষ্য আলোচিতব্য হয়।

3. Middle comedy of manners and romance rose. This type lost its taste or Courage for political Satire preeisely when politics most needed a Candid friend, possibly such satire was forbidden or the audiance was weary of politics."-- Will Durant, The Life of Greec

Rabelais-এর Gargantua and Pantagrual এবং স্পেনদেশীয় লেখক Cervantes-এর Don Quixote - প্রভৃতি রচনাগুলি যুগোচিত ইঙ্গিতবাহী। Cervantes - এর সমসাময়িককালে ইংরাজি সাহিত্যের বিখ্যাত কবি Donne আবির্ভূত হন। ইংরাজজীবনে এই যুগের নানা অসঙ্গতি-অসামঞ্জস্যের প্রামাণ্য চিত্র রয়েছে Donne- এর বিদ্রূপ-ব্যঙ্গমূলক রচনাগুলিতে।[6] ইংরাজি-সাহিত্যের এই সপ্তদশ শতাব্দীর ব্যঙ্গ-সাহিত্য প্রকৃতপক্ষে যুগজীবনেরই ফল। বিখ্যাত নাট্যসমালোচক Allardyce Nicoll- এর একটি মন্তব্য এই প্রসঙ্গে উদ্ধার করা যায় : "…. the age was ripe for satire . A Courtly age an age when creative power is decaying , when Civil-abuses are rife, and when the audience or the reading public is cofined to a small clique will always produce satire."7

যুগজীবনের বিপর্যয় থেকে যেমন ব্যঙ্গ-সাহিত্যের উদ্ভব ঘটেছে, তেমনি নবজীবনের স্পন্দমান উদ্দীপনা থেকেও অনেকসময় এর সৃষ্টি হয়েছে। ইংরাজ নাট্যকার Ben Janson -এর যুগ প্রাচুর্য ও সমৃদ্ধির। এই সমৃদ্ধি ও প্রাচুর্য অনেক সময় মানুষের মনকেও বিচলিত করে। সে হয় উদ্‌ভ্রান্ত, নষ্টচরিত্র ও উৎকেন্দ্রিক। ব্যঙ্গ লেখকের বাণবিদ্ধ করে তাকে। এই যুগে তাই Ben Janson- এর আবির্ভাব। উদ্দেশ্য তাঁর নিজেরই ভাষায় — "To sport with human follies." যদিও Sport তবু কিন্তু মানব-স্বভাবের উল্লেখনীয় ব্যঙ্গ আছে। দলাদলি ও রাজনৈতিক মত্ততা থেকেও যে ব্যঙ্গের উৎপত্তি ঘটে, এ যুগে আমরা ইংলণ্ডের ইতিহাসে তা দেখতে পাই। রাজসভার সমর্থক ও তার বিরোধী দলের উক্তবাদানুবাদ এবং ব্যক্তিগত কলহ-ঈর্ষাও ব্যঙ্গ-রচনার বিকাশ ঘটিয়েছে। বিখ্যাত Samuel Butler এর Hudibras এ আছে Puritan-দের প্রতি আক্রমণ। Restoration যুগের হিংসা, ঈর্ষা, অন্তর্সংঘাত ও হানাহানির পশ্চাতে আছে নবপ্রতিষ্ঠিত

6. "The record of these early years is contained in Donnes Satires... harsh, witty, lucid, full of youngman's scorn of fools and low-callings, and a young thinkers conciousness of the problems of religion in an age of devided faiths, and of Justice in a corrupt world."-- Herbert Grierson, Metaphysical lyrics & Poems of the Seventeenth Century (Oxford at Clarendon Press.)

7. British Drama , Page 116-117, Allardyce Nicoll.

জীবনাদর্শের উত্থানপতন, আনুর্জাতিক ও বাণিজ্য-রাজনীতি ও অর্থনীতির প্রভাব । তাই বিখ্যাত ইংরাজ সমালোচককে পুনরুল্লেখ করতে শুনছি — " The great ~~influence~~ influences of the time Unite is to make the restoration an age of Sati[৮]

ফরাসী সাহিত্যের অমর ব্যঙ্গকার Moliere তাঁর মূল্যবান ব্যঙ্গনাট্যগুলি লিখলেন, তা-ও প্রধানত যুগেরই প্রয়োজনে । সপ্তদশ শতকের ফ্রান্সের ইতিহাসে Cardinal Richeliew, Mazarin প্রভৃতির হাতে রাজকীয় শক্তিমত্তার প্রতিষ্ঠা ; এবং চতুর্দশ লুইয়েরও দেখা যাবে রাজাধিরাজ সর্বময় কর্তৃত্বস্থাপনের জন্যে ব্যগ্র । দেশে অবাধ অত্যাচার, যুগের জীবনে সামাজিকক্ষেত্রে নানা আতিশয্যপরতা, বিলাসিতা, ভণ্ড আচার-আচরণ, কৃত্রিমতা — এইগুলিকে ব্যঙ্গবিদ্ধ করলেন Moliere তাঁর রচনায় । অষ্টাদশ শতাব্দীতে যে-সামাজিক ব্যঙ্গের সফল বিকাশ দেখা যাবে, তা বার এই যুগেই তার চর্চা হতে শুরু করেছিল ।

অষ্টাদশ শতাব্দীর যুগাভিজ্ঞান প্রভাব ও প্রেরণা

ব্যঙ্গ-সাহিত্যের গৌরবময় যুগ অষ্টাদশশতাব্দী । এ- যুগে সাহিত্যচিন্তার প্রধান বাহন গদ্য । অলৌকিক মানুষ নয়, মানুষের ব্যক্তিক জীবনই তার লক্ষ্য । Overbury রচিত Characters গুলি , Addison ও Steele এর রচনাগুলি তার সার্থক প্রমাণ । সপ্তদশ শতাব্দীর মাঝামাঝি সময়েই ইংরাজি-সাহিত্যে এক নতুন চেতনা জেগেছিল । তা শুধু রূপ-রীতিগত পরিবর্তন নয়, যুগজীবনের দাবীর গভীরেই তার মূল নিহিত ছিল । এইযুগে ব্যবহারিক জীবনে রাজনীতি প্রাধান্য লাভ করেছিল এবং রাজনীতিকে প্রাধান্য দিয়েই এযুগের সাহিত্য গড়ে উঠেছিল । ফরাসীসাহিত্যের প্রভাবও তাতে ছিল । রাজা চার্লসের নির্বাসন-জীবনের অনেকটাই কেটেছিল ফ্রান্সে, এবং পুনঃপ্রতিষ্ঠার পর, তিনি ফরাসী সাহিত্যে যা দেখেছিলেন তা ইংরাজের সাহিত্যেও দেখতে চেয়েছিলেন । এ-যুগে তাদের রুচি প্রধানতঃ যুক্তিকে আশ্রয় করেছিল ।

ফলে, নানা অবস্থা চক্রের মধ্য দিয়ে এ-যুগের ব্যঙ্গ-সাহিত্য গড়ে উঠেছিল । প্রথমতঃ এমনি একটি সমাজে, যেখানে প্রচলিত রীতি-নীতি এবং প্রথা-ব্যবহারের পরিবর্তে বিচিত্র পৃথিবীর নানাজীবনযাত্রার প্রভাবে মিশ্র জীবনধর্মের সূচনা করেছিল — পুরাতনের প্রতি আস্থা ও অনীহা ; এবং নূতনত্বের পরীক্ষা-নিরীক্ষার আগ্রহ সৃষ্টি করেছিল , তখন সেখানে ব্যঙ্গ-সাহিত্যের সৃষ্টি হতে বাধ্য । দ্বিতীয়তঃ রাজনীতি-প্রধান জীবনে বেদনা-বিক্ষোভ এবং আঘাত-প্রতিঘাত থেকেও ব্যঙ্গের সূচনা

৮। Louis Cazemian , History of English lit. Modern Times,1660-1950.

47452
2 DEC 1975
University Library.
University of North Bengal.
Raja Rammohanpur.

হয়। তৃতীয়তঃ আবেগ-কল্পনার পরিবর্তে বুদ্ধি ও বিচার প্রধান যুগে ব্যঙ্গের উৎপত্তি হতে বাধ্য। চতুর্থতঃ ক্লাসিক্যুগের ব্যঙ্গ-সাহিত্যের সঙ্গে নিবিড় পরিচয়জাত প্রেরণার ফলে ব্যঙ্গ-সৃষ্টি। পঞ্চমতঃ ফরাসী সাহিত্যের Boileau প্রমুখ ব্যঙ্গকারদের প্রভাবও এযুগে ইংরাজি ব্যঙ্গ-রচনার মূলে প্রেরণা যুগিয়েছিল। অষ্টাদশ শতাব্দীর ইংরাজ ব্যঙ্গকার Pope, Dryden, Swift-এর আবির্ভাবও এই যুগজীবনের ফল।[১] Whig ও Tory দলের সংঘাত এ-যুগের প্রধান ঘটনা। এবং Pope ছিলেন Tory দলভুক্ত। এই দলীয় সংঘাতও তাঁর রচনার প্রেরণা যুগিয়েছিল। যুগজীবনের কৃত্রিম বিলাসচর্চা, শঠতা-প্রতারণা, ভণ্ডামি ও ন্যাকামি নিয়েই তাঁর আক্রমণ। আবার সমকালীন জীবনের পাপ-পতন, মানুষের নানা অসম্পূর্ণতার প্রতি অসহিষ্ণুতা আক্রমণ প্রেরণায় উদ্বুদ্ধ করেছিল Swift কে। এ-যুগের Addison, Steele, Goldsmith এরা সকলেই যুগের সমাজ-মন বিশুদ্ধ সমালোচক।

ফরাসীদেশে এইসময় ব্যঙ্গকার Voltaire আবির্ভূত হলেন। তার যুগেও সম্রাট পঞ্চদশ লুইয়ের দীর্ঘরাজত্বকালের নানা রাজনৈতিক অদূরদর্শিতা, অমিতব্যয়িতা ও অরাজকতা। ধর্মযাজক, রাজা, দেহরক্ষী সকলেই তীক্ষ্ণ আক্রমণের পাত্র হলেন। ইংরাজি-সাহিত্যের প্রেরণায় জার্মান সাহিত্যেও এইযুগে আবির্ভূত হলেন জার্মান লেখক G.E.Lessing ও Wicland এর মত লেখক। ব্যক্তিমনের কবিকল্পনা, অনুভূতির গাঢ়তা ও গভীরতা এবং আবেগবিহ্বলতা নিয়ে এই সময় Goethe, Schiller, Scott, Wordsworth প্রভৃতি রোমান্টিক কবিদের আবির্ভাব ঘটতে থাকে। এতে ব্যঙ্গ-সাহিত্যের প্রসারও সঙ্কুচিত হয়ে পড়ে। রোমান্টিক চেতনার ব্যক্তিমনের আবেগকল্পনা ও মর্মস্পর্শী গীতিপ্রাণতার প্রাধান্যের ফলে নানাভাবে ব্যঙ্গের বিচ্যুতি দেখা দিতে বাধ্য। এই যুগের ব্যঙ্গে সমাজের পরিবর্তে ব্যক্তিই হয় আক্রমণের লক্ষ্য। ইংরাজ কবি Byron এর Don Juan গ্রন্থটির কথা এই প্রসঙ্গে স্মরণ করা যেতে পারে। কবির ব্যক্তি জীবনের বেদনাই এতে উপাদান যোগাল। আবার Victor Hugo এর Les Châtiments ও Nepolean 111 - এর বিরুদ্ধে ব্যক্তিগত বিরাগ থেকেই উদ্ভূত। এরা সকলেই যুগজীবনের বৈশিষ্ট্য বক্ষে ধারণ করে আছে।

১। এ-সম্পর্কে Dryden কর্তৃক ১৬৯২ খ্রিষ্টাব্দে Earl of Abingdon- এর কাছে লেখা একটি পত্রের অংশবিশেষ উদ্ধার করা যায়। "They say my talent is satire, If it be so, 'tis a fruitful age, and there is an extra-ordinary crop to gather." Preface to Elinora, 1692, Quoted by Prof. N. Lees, Manchester University in his Essay on Dryden.

য়ুরোপে উনিশ শতক • প্রভাব ও প্রেরণা

এইভাবে আমরা উনিশ শতকে এসে যাচ্ছি। পূর্ববর্তী-যুগগুলির তুলনায় এ-যুগের ব্যঙ্গ-সাহিত্য বিস্ময়কর ব্যাপ্তি লাভ করেছে। ফরাসী বিপ্লব থেকেই প্রকৃতপক্ষে নতুন ইয়োরোপের জন্ম হয়েছিল। ফ্রান্সের দায়িত্বহীন রাজশক্তি ধ্বংসের উৎকট প্রেরণা নিয়ে যার সৃষ্টি হয়েছিল, তাতে সমগ্র ইয়োরোপেই এক প্রবল প্রেরণার সৃষ্টি করেছিল। সমাজব্যবস্থা এবং ধর্মীয় ক্ষেত্রের নানা অনাচার, অন্যায়-দুর্নীতি, মানুষের নানা শূন্যগর্ভ অহমিকা, আড়ম্বরপ্রিয়তা, অসম্পূর্ণতা, আভিজাত্য, ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যের পাপ-প্রমাদ-মোহ — এ যুগে ব্যঙ্গের প্রেরণা জোগাল। কিন্তু লক্ষ্য করবার বিষয় এঁদের সব লেখকেই শুধু সঙ্কীর্ণ অর্থে ব্যঙ্গকার অভিধায় ভূষিত করা যায় না।

ফরাসী সাহিত্যিক Victor Hugo কে ব্যঙ্গকার বলব? তাঁর Les Châtiments গ্রন্থে তিনি Napoleon III কে নিয়ে ব্যঙ্গ-বিদ্রূপ করেছেন, তথাপি তাঁর পরিচয় এক যুগমানব — রোমান্টিক এক কবি। ইংরাজ ঔপন্যাসিক Dickemse মানবজীবনের গভীরতম সমস্যাগুলির গভীরে দৃষ্টি দিয়েছেন, শঠতা, দুর্নীতিপরায়ণতা ও নরহন্তাদের নিষ্ঠুরতাকেই তার আক্রমণ। তবু 'ব্যঙ্গকার'— শুধু এইটুকুই তাঁর পরিচয় নয়। 'মরিয়া না মরে রাম' — ফরাসী বিপ্লবেও কিন্তু অভিজাত সমাজের অবসান ঘটেনি। সেই অভিজাত সমাজের বিলাসিতা-পঙ্কিলতা ও পাপ-পতনের গভীরে দৃষ্টি দিয়েছিলেন যুগের শ্রেষ্ঠ শিল্পী ফরাসী লেখক Balzac. সন্ন্যাসী, দার্শনিক, দুর্জন, চতুর, কিষাণ, মহাজন, কেরানী — যুগের জীবনের নানা বিচিত্র স্তরের মানুষদেরই দেখালেন দেখাতে পারি। তাঁর উপন্যাসগুলিকে একযোগে — বলতে পারি — a vast picture of the life of his time."
এগুলি প্রধানতঃ সামাজিক ব্যঙ্গ। এ-যুগের Zola বা Ibsen সকলের রচনার মধ্যে স্থানে-স্থানে ছড়িয়ে আছে ব্যঙ্গ-দৃষ্টি।

য়ুরোপে বিংশশতাব্দী • ব্যঙ্গভাব ও প্রেরণা

এইভাবে ধীরে-ধীরে আমরা এসে পা দিচ্ছি বিংশ শতকে। দূরে মহাসমুদ্রের উত্তালতরঙ্গধ্বনি শোনা যাচ্ছে ও এক বিরাট জটিল যুগ তার নানা আঘাত-সংঘাত চিন্তাধারা ও বাদ, নানা মতাদর্শ ও চিন্তাদর্শের বৈপরীত্য, শিল্পরীতি-নীতি, আলোচনা-প্রতিবাদ, ভাঙাচোরা, নতুন অর্থনৈতিক

ও সামাজিক পরিস্থিতিতে বিচিত্র বৃত্তি-ব্যবসায় , ব্যবহার , যুদ্ধ, চক্রান্ত বিশ্বাস-ঘাতকতা , খুন-খারাপি , রাহাজানি , সাম্রাজ্যমত্ততা ইত্যাদি নিয়ে দেখা [redacted] দিচ্ছে। একদিকে নবনব বিশ্বাস ও জীবনবোধ , [redacted] , অন্যদিকে বিজ্ঞান ও ধর্মের সংঘাত । জীবনের বাইরের দিকে যেমন পরিবর্তন , ভিতরেও তেমনি জেগেছে নবপ্রাণচেতনা । সবকিছুর মূলেই গতির জোয়ার , দ্রুত ধাবমানতার প্রভাব -- যন্ত্র ও বিজ্ঞানের বেগ । মোটরকার , টেলিফোন , টেলিভিষণ , গ্রমোফোন , এরোপ্লেন , রেডিও সারা পৃথিবীকে ঘরের কাছে এনে দিচ্ছে —— সমগ্র পৃথিবীর [redacted] রীতিনীতিগুলি মিলে মিশ্র রীতি-নীতির সূচনা করেছে । দেশে দেশে গড়ে উঠল বৃহৎ নগর , কল-কারখানা , এবং তারই অবশ্যম্ভাবী প্রতিক্রিয়াস্বরূপ শ্রেণী-সংঘর্ষ ও বুদ্ধিজীবী মধ্যবিত্তের আবির্ভাব । তা-ছাড়া , দক্ষিণ আফ্রিকার বুওরযুদ্ধ , জার্মাণীর ক্ষমতামত্ততা , ইন্দোচীন ও আফ্রিকায় ফরাসীপ্রসার , ইতালি- আবেসিনিয়া যুদ্ধ , রুশ- জাপান যুদ্ধ , সন্ধিবন্দরগুলি নিয়ে চীনের সঙ্গে কলহ , এমন কি স্পেনের যুদ্ধে জয়লাভ করে আমেরিকার উত্থান — এসব কিছুতেই সাম্রাজ্যবাদের পদধ্বনি শোনা যাচ্ছে । শুধু যে পরিবর্তিত যুগের স্বরূপকেই এরা আশ্রয় করল , তা নয় , সাহিত্যে পুরাণযুগের প্রথা ও আঙ্গিককৌশলেরও পরিবর্তন হল । পূর্ববর্তী যুগের আবেগ প্রবণতা [redacted] ঘুচিয়ে এ- যুগের ব্যঙ্গে আরও দৃঢ়বুদ্ধি- [redacted] বৃত্তি , আন্তরিকতা ও প্রয়োগকৌশল যুক্ত হল । এ যুগের বক্তব্য যতনা কৌতুকোজ্জ্বল , তার চাইতে অনেক বেশি শ্লেষাত্মক । এ-যুগের [redacted] প্রতিনিধি হিসাবে উল্লেখকরা আর নাট্যকার Bernard Shaw - কে । যুগের সকলরকম ভণ্ডামি , অপদার্থতা , মানসিক জড়তা , সামাজিক উদাসীনতা , সংস্কার , অনুভূতিপ্রবণতা , [redacted] সমষ্টিগত স্বার্থপরতা , বুদ্ধির সবরকমের জড়তা ও মানস- পঙ্গুতার ওপরেই আক্রমণ চালিয়েছেন ।[১০] তবু ব্যঙ্গকার হিসেবেই নয়, তাঁর প্রধান পরিচয় নাট্যকার হিসেবে । কিন্তু , তীক্ষ্ণবুদ্ধিচাতুর্য [redacted] শিল্পপ্রাণতার সঙ্গে কৌতুকের অসামান্য মিশ্রণে তাঁর আক্রমণ [redacted] উপভোগ্য সাহিত্য হয়ে উঠেছে ।

১০। Yet I am, and have always been , and shall now always be a revolutionery writer, because our law makes law impossible ; our liberties destroy all freedom ; our property is organised robbery ; our morality is an impudent hypocracy, Our wisdom is administered by inexperienced or malexperienced dupes, our power wielded by cowards and weaklings and our honour false in all its points." -- G.B.S. (From Preface to Major Barbera, April,1944.

এই যুগে পৌঁছে ব্যঙ্গসাহিত্য যেমন অসাধারণ পরিপূর্ণতা পেয়েছে, তেমনি সম্প্রসারিত হয়েছে বিপুলভাবে। নানা ইঙ্গিতে, সংকেতে, আভাসে এ যুগের বক্তব্য বস্তু হয়ে বেশি সংক্ষিপ্ত ও সজ্জিত। কারণ মানুষের বোঝবার ক্ষমতা যেমন বেড়েছে, তেমনি তার সময় এবং অবকাশ ও সংকুচিত। বেশি কথা বলবার এবং শুনবার সময় বা সুযোগ কোনটিই তার নেই। বিংশ শতাব্দীর ব্যঙ্গ-ভাবনা তাই এ যুগে এসেই প্রয়োজনে লেখনীর পরিবর্তে তুলি-রঙের আশ্রয় নেয়। শ্লেষাত্মক ইঙ্গিতধর্মী ব্যঙ্গ-সাহিত্যের সাথে একে যুক্ত হল এই বিংশের মাঝামাঝি। অথবা, একটু ঘুরিয়ে বলা যেতে পারে, ব্যঙ্গ-সাহিত্য থেকে সেই নতুন শিল্পটির সৃষ্টি হল, যার নাম Caricature. বাংলাতে বুঝি হাস্যোদ্দীপক বিকট চিত্র বা ব্যক্তি ও বিকৃত প্রতিমূর্তি। আধুনিক ব্যঙ্গ-চিত্রের প্রকৃত সূচনা কিন্তু উনিশ শতাব্দী থেকেই। ইংলণ্ডে ১৮৩০ খ্রীষ্টাব্দ থেকে এর সূচনা দেখা যাচ্ছিল। বিংশ শতাব্দীতে সংবাদপত্রগুলির গুরুত্বপূর্ণ প্রতিষ্ঠা ও তার বহুপ্রচারের ফলে এই যুগে ব্যঙ্গচিত্রাঙ্কণের সম্ভাবনা বেড়ে গেল। ১৯১৮ সালে সংবাদপত্র ও সাময়িকপত্র-গুলির মধ্যে এ-জাতীয় চিত্র আমরা দেখতে পেলাম; এবং এই সময়ের শিল্পীরা মহাযুদ্ধোত্তর নানা সামাজিক পরিস্থিতি, (Social Consequences of the war) পরিবর্তিত ও শিথিল সামাজিক মূল্যমান এবং ব্যবহার (Relaxed standards and changed habits.) ইত্যাদি আশ্রয় করে নানা ব্যঙ্গ-চিত্র আঁকতে শুরু করলেন। সমীক্ষকের দ্বিধাহীন কণ্ঠে তাই বক্তব্য : " Cartoonists effect their purpose in various ways, with or without caricature, with savage attack or subtle satire. And they supply the historian with useful documentary material." 11

যুগজীবনের প্রেক্ষিতে পাশ্চাত্যদেশে ব্যঙ্গের উদ্ভব নিয়ে আলোচনা করা গেল। ব্যঙ্গ যে যুগজীবন ও ইতিহাসের পাশে-পাশে চলে, তার প্রমাণ বাংলা সাহিত্য থেকেও পাওয়া যাবে। শুধু ব্যঙ্গ-জাতীয় সাহিত্য কেন, সকল জাতীয় সাহিত্যেই যুগজীবনের ভূমিকা থেকে রসসপুষ্ট হয়। ব্যঙ্গে তা আরও গূঢ়তর অর্থে সত্য। ১৮০০ খ্রীষ্টাব্দে ফোর্ট উইলিয়ম কলেজ গড়ে ~~[illegible]~~ ওঠার আগে পর্যন্ত বাংলাদেশের জীবনে হিন্দু-বৌদ্ধ

১১। Encyclopaedia Britanica, Vol. 1V. P 872.

পাঠান বা মোগল আমলে রাজনৈতিক বা অর্থনৈতিক পরিবর্তন হয় নি এমনও তা নয়। এবং সে পরিবর্তিত ও সংক্ষুব্ধ স্রোতোধারা বারেবারেই জাতির জীবনের তটে নাড়া দিয়ে গেছে। ঠিক সাহিত্যসৃষ্টির প্রেরণা থেকে চর্যাপদ লেখা হয় নি, এবং ধর্মপ্রেরণা যতই না তার উপজীব্য হোক, চর্যাপদগুলিতে ব্যঙ্গ-কৌতুক পাওয়া যায়। এবং আমরা বলা যায় যে সে-যুগও ব্যঙ্গ-নির্মাণের অনুকূল ছিল। আদর্শবিপর্যয়ের যুগ [illegible] ছিল সেটি। একদিকে লঘু ব্রাহ্মণ্যপ্রতিষ্ঠার নিশ্চিত হস্তক্ষেপছাড়া, অন্যদিকে অনুগরবর্তী বৌদ্ধযুগেও নানা কুৎসিৎ ধর্মাচার, শিথিল আচার-আচরণ ও স্থূল ক্রিয়াকলাপ। এই পটভূমিকাই চর্যাপদগুলি সৃষ্টি করেছে। মধ্যযুগের সাহিত্যে ষোড়শ শতাব্দীতে আমরা মুকুন্দরামের কবিকঙ্কণ চণ্ডীতে ব্যঙ্গ-সাহিত্যের যে উদ্ভব লক্ষণ দেখি পাঠান যুগের বিকৃত আদর্শ বিপর্যয়ই তার পশ্চাৎ পটভূমিকারূপে কাজ করেছে। রাষ্ট্র জীবনের তীব্র বিপর্যয়, সুলতানদের চরমনীতিজ্ঞানহীনতা, সাধারণ মানুষের নষ্ট নিরাপত্তাবোধ — এসবই ষোড়শ শতাব্দীর বাংলাদেশ তার পেছনে। আবার যুগ-পরিবর্তনের ঢেউ বাঙালীজীবনের তটভূমিতে স্পর্শ করল অষ্টাদশ শতাব্দীর দিকে। এই শতাব্দীতে বাংলা সাহিত্যের মধ্য ও আধুনিকযুগের সন্ধিলগ্নে কবি ভারতচন্দ্রের আবির্ভাব যে ব্যঙ্গ-সাহিত্যের এক নতুন অধ্যায় লিখল তা গবেষণা সাপেক্ষে স্পষ্ট হবে বলে বিশ্বাস করি। ইতিহাসে দেখা গেল,

যুগেতিহাসের প্রভাব ও প্রেরণা ● বাঙলা ব্যঙ্গ সাহিত্য

১৫৭৫ খ্রীষ্টাব্দে বাংলাদেশ আকবরের অধীনে আসে। এই সময় থেকেই বাঙলা দেশে বাঙালীর জীবনে বিপর্যয় দেখা দিতে শুরু করেছিল। মোগল বাদশাহদের প্রতিনিধিরা, যাঁরা বাংলাদেশ শাসন করতেন, তাঁদের অনেকেরই স্বর্ণ-লালসা, নীতিজ্ঞানহীন আমোদ-প্রমোদে আসক্তি ছিল প্রচুর। এইসব থেকে বাংলা দেশে বাঙালীর সামগ্রিক জীবনক্ষেত্রে ধীরে-ধীরে জেগে উঠেছিল নানা অধঃপতন ও অবক্ষয়। সব দিক থেকে জাতীয় জীবনে যুগ-সঙ্কটের লক্ষণ সুস্পষ্ট হয়ে উঠেছিল। আদর্শবোধের অভাব, নৈতিকনিষ্ঠার অভাব, সামন্ত-নৃপতিদের মধ্যে উচ্ছৃঙ্খলতা, ধর্মজীবনে অসঙ্গতি ও গলদ, শাসক শক্তির দুর্বলতা, নবপ্রবর্তিত সহরগুলির দুরাচার — এবং অবশেষে ১৭৫৭তে পলাশীর যুদ্ধে পরাজয়ের মধ্য দিয়ে যার চরম আত্মপ্রকাশ — যুগসামগ্রির সেই উৎকট অসামঞ্জস্য ও অসঙ্গতির স্বরূপ উদ্ঘাটন ও মুখোস অপসারণেই ভারতচন্দ্র তাঁর লেখনী নিয়োজিত করেছিলেন। এই যুগে দাশরথী রায়ের পাঁচালীতে ও ধর্মীয় ও সামাজিক ব্যঙ্গ-রসিকতার সন্ধান পাওয়া যায়।

এই হ'ল অষ্টাদশ শতাব্দীর ক্ষীয়মান যুগ-সংস্কৃতির কথা । আবার উনবিংশ শতাব্দীতে বাঙালীর দেহ, মন ও আত্মার সুপ্তিভঙ্গের যুগে ব্যঙ্গ-সম্ভাবনার সূচনা দেখা দিল অভাবিতরূপে । এইযুগের প্রাথমিক পর্যায়ে এক দিকে পুরাতনধারার পুনরাবৃত্তি , অন্যদিকে মধ্যযুগের নব নব চিন্তাধারা । একদিকে পুরাণ সমাজ-ব্যবস্থার রীতি নীতি প্রথা-আঙ্গিক ও সংস্কার — মহেশের রথ, জুয়াখেলা , বাইজীনৃত্য, ঘুড়ি ওড়ান, দ'বার হুক, পাশাখেলা , চণ্ডীমণ্ডপে ইয়ার দলের আড্ডা, যাত্রা, টপ্পা, কবিওয়ালার গান প্রভৃতি । অন্যদিকে প্রোটেস্ট্যান্ট টাই, সিগারেট, বুটজুতো , ইংরাজি বুলি, স্ত্রী-শিক্ষা ও স্বাধীনতা, খানা-পিনা, বিচিত্র পোষাক-পরিচ্ছদ , ক্লাব-পার্টি ককটেল ইত্যাদি । এই সব কিছু নিয়ে উনিশ শতকের বাঙলা সাহিত্যে নানা বিবাদ-বিসম্বাদ , তর্কবিতর্ক, নানা নক্সা-প্রহসন , বিদ্রূপমূলক রচনা, নাটক, কাব্য, উপন্যাস, সঙ্গীত ইত্যাদি দেখা দিল । বিধবাবিবাহ, সতীদাহ-প্রথা, স্ত্রী-শিক্ষা, কৌলীন্যপ্রথা, খ্রীস্টধর্ম ও মিশনারী ইত্যাদি যেমন ব্যঙ্গ-রসিকদের খোঁচা খোঁচাকে বিদ্ধ হল , তেমনি ইয়ংবেঙ্গল, ইংরাজি শিক্ষা, মদ্যপান, নীলকরদের অত্যাচার ইত্যাদি নিয়ে সামাজিক ও রাজনৈতিক ব্যঙ্গের সূচনা দেখা দিল । বিদ্যাসাগর ও তাঁর বিরুদ্ধ পক্ষীয়দের পরস্পরের উদ্দেশ্যে আক্রমণমূলক রচনা যুগেরই প্রত্যক্ষ প্রয়োজনে, আবার গুড় গুড়ে ভট্টাচার্য ও ঈশ্বর গুপ্তের বিবরণ বিরোধ , বঙ্কিমের প্রথম জীবনের কলেজীয় কবিতাযুদ্ধ এগুলিও যুগেরই প্রেরণায় । ঈশ্বর গুপ্তের কবিতাবলী, প্যারীচাঁদ , ভবানীচরণ , কালীপ্রসন্ন , মধুসূদন, দীনবন্ধু, বঙ্কিম, হেমচন্দ্র, অমৃতলাল , ইন্দ্রনাথ, দ্বিজেন্দ্রলাল, ত্রৈলোক্য প্রভৃতির ভিতর দিয়ে এই ধারা পুষ্টিলাভ করে এসে বিংশ শতাব্দীতে এক বিপুল বিস্তার লাভ করেছে ।

বিংশ শতাব্দীতে বিজ্ঞান ও যান্ত্রিক আবিষ্কারের ফলে একদিকে দেশের রাষ্ট্রিক ও অর্থনৈতিক কাঠামোতে যেমন পরিবর্তন আসল, তেমনি নানা ভিন্ন রীতি-নীতি, আচার ব্যবহার, বৃত্তিব্যবসায় , চিন্তাধর্মের পরস্পরবিমুখী ধারা এইযুগে ব্যঙ্গ-সাহিত্য শাখাকে নিয়ন্ত্রণ করেছে । এই যুগের অপরাজেয় প্রতিভা রবীন্দ্রনাথকে পর্যন্ত প্রথম জীবনে ব্যঙ্গ-লেখনি ধারণে উদ্দীপিত করেছে যুগজীবন । নব্যহিন্দুবাদের আর্যামির বড়াই , ব্রাহ্ম ও হিন্দুর বিরোধ , সভ্যতাগর্বী শাসকদের আত্মম্ভরিতা ও বর্বর অত্যাচার ,

মাত্রাজ্ঞানহীন অসার গলাবাজি, দেশের শিক্ষাব্যবস্থার নানা ত্রুটি, ইংরাজদের অনুকরণপ্রবণতা, অতি আধুনিকতার উগ্রতা প্রভৃতি যুগজীবনের নানা ঘটনায় তাঁর সচেতন সাক্ষ্য পরিস্ফুট।[১২] রবীন্দ্রনাথের পর এই ধারাস্রোতে সচেতন ব্যঙ্গ-রসিকদের মধ্যে প্রমথ চৌধুরী, পরশুরাম, সুকুমার রায়, প্রমথনাথ বিশী, সজনী দাস, পরিমল গোস্বামী, সমর সেন, বাণী রায়, সুভাষ মুখোপাধ্যায় প্রভৃতির নাম উল্লেখযোগ্য। এঁদের পরিপ্রেক্ষিতে যে যুগেতিহাসের প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষপ্রভাব তা যুদ্ধ, মন্বন্তর, দুর্ভিক্ষ, দাঙ্গা, দেশবিভাগ, বেকারী, ক্রমবর্ধমান জনসমস্যা, পরিবার প্রথার ভাঙন, নগর জীবনে পরস্পরের প্রতি অবিশ্বাস, সন্দেহবোধ, ঈর্ষা, লালসা, ক্রম উচ্চ মূল্যমান, চোরাকারবার ও নানা শ্রেণীসমস্যার আন্দোলনে জর্জরিত।

অন্যতম নিপুণ সংক্ষিপ্ত কটি বাক্যে আধুনিক বাংলা সাহিত্যে ব্যঙ্গ-রসের পরিপ্রকৃতির এক আশ্চর্য স্বরূপ উদ্ঘাটন করেছেন এ-যুগের প্রখ্যাতনামা সমালোচক ডঃ শ্রীকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়। ব্যঙ্গে যুগপ্রভাব সম্পর্কে বক্তব্য ঃ — 'আদর্শবিপর্যয়ের যুগে যে সাহিত্যে ব্যঙ্গ-প্রবণতা বাড়ে এই বহু পরীক্ষিত সত্য আবার নতুন করিয়া বর্তমান যুগে প্রমাণিত হইয়াছে। গভীর ভাবাবেগের যুগে নির্মল জলের উৎস যখন নিঃশেষবিলুপ্তপ্রায় তখন দেশময় হইতে ব্যঙ্গবিদ্রূপের আবিল, বালুকামিশ্রিত জলই সাহিত্যের জলাধারে উঠিয়া আসে। ... প্রতিযুগে রুচি ও আদর্শের দ্রুত পরিবর্তনের সঙ্গে সঙ্গে সমাজভূমির আচারবিচারে অসমতার বিশেষ অসঙ্গতিটি ব্যঙ্গ-রসিকের খোঁচাটাকে বিদ্ধ হয়। পাশ্চাত্য সভ্যতার সহিত পরিচয়ের পর হইতে ইহার বিকৃত অনুকরণপ্রবণতার হেতু যে দ্বন্দ্ব সে ব্যঙ্গের বিষয় যোগাইয়াছে। ঈশ্বরগুপ্ত হইতে বাণী রায় পর্যন্ত ব্যঙ্গ-রসিকের লেখাধারা এক অবিচ্ছিন্ন রেখায় গ্রথিত হইয়াছে।'[১৩]

১২। 'বয়সের পরিণতির সঙ্গে সঙ্গে রবীন্দ্রনাথের ব্যঙ্গরচনাগুলি শুধু যে মার্জিত হয়ে উঠেছে তা নয়, এগুলির অন্তর্নিহিত আঘাত আরও তীক্ষ্ণ ও সূক্ষ্মতর রূপধারণ করেছে ...'
—রবীন্দ্রসাহিত্যে হাস্যরস, সরোজকুমার বসু, পৃঃ ৩৮।

১৩। ডঃ শ্রীকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়। শ্রীমতী বাণী রায়ের 'সপ্তসাগর' গ্রন্থের ভূমিকা-প্রসঙ্গে। পৃঃ ।/।

পরিশেষে একটি ছোট্ট কথা বলে বর্তমান যুগের বাংলা ব্যঙ্গের আরও একটি লক্ষণ সম্পর্কে ইঙ্গিত করতে চাই। সেখানেও এই যুগ বা ইতিহাসের প্রভাব। আধুনিকযুগের দেশীচেতনাও আজকের বাংলা ব্যঙ্গের লক্ষণীয় বৈশিষ্ট্য। এতকাল পর্যন্ত ধর্মীয়, সামাজিক, রাজনৈতিক ও ব্যক্তিগত আক্রমণমূলক প্রভৃতি ব্যঙ্গ-খোঁচাখুঁচির মধ্যে আমাদের পরিচয় ছিল সমগ্র পৃথিবীর পরিবর্তিত চেহারার সাথে নতুন দিগন্ত মিলিয়েই বাংলা ব্যঙ্গ-সাহিত্যেও দেশী-সচেতনার সূচনা, একথা নির্দ্বিধায় বলা চলে।

* * * * * * * *